দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় রেকর্ড

দেশের দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে এবারের ফলাফল সাফল্যের ক্ষেত্রে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পাসের হার বৃদ্ধি ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এবারই সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ মোট নয়টি শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বাধিক ১১ হাজার ১৪০ জন। এ ছাড়া নয় বোর্ডের মধ্যে পাসের হারে (আলিমে শতকরা ৭৪.৩১ ভাগ) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড রয়েছে সবার শীর্ষে। এবারের নকলমুক্ত এইচএসসি পরীক্ষার আরেকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। গত বছর এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৬৩, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৪-এ। পাশাপাশি শূন্যপাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশী কমেছে। গত বছর কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি, এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৩১, এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬০টিতে। মেধার লড়াইয়ে ছেলেরা এবার মেয়েদের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ভাল ফলাফলকারী সেরা দশটি কলেজের মধ্যে আটটি স্থানই অধিকার করেছে রাজধানীর কলেজগুলো। ২০০৪ সাল থেকে পরীক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাসের ধারাবাহিকতায় এবার ছেদ পড়ে। ৭ বোর্ডে গতবছর যেখানে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ১২ হাজার ২৪ জন, এবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ জন। এইচএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের অনেক নতুন নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হলেও, ফলাফলের ক্ষেত্রে বরাবরের মত এবারও শহরের তুলনায় মফঃস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে। প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে ২১ দিন আগে ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ায় পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই অভিনন্দনযোগ্য একটি কাজ করেছেন। লেখাপড়ার মান ভাল হওয়ার পাশাপাশি খাতা দেখায় শিক্ষকদের উদার মানসিকতাও এবার এইচএসসিতে ভাল ফলাফলের নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছে বলে বিশ্লেষকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এইচএসসি, আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখন চলছে উচ্চতর ও পেশাভিত্তিক শিক্ষালাভের জন্য ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিতে পুরোদমে আত্মনিয়োগের পালা। এক পরীক্ষা শেষে আরেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য এই লড়াই ও টিকে থাকার জন্য বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীরা বস্তুতঃ অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে অনেক আগে থেকেই। কারণ, উচ্চশিক্ষা ও পেশাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। আর মেধাভিত্তিক সুশিক্ষিত নাগরিকরাই গণ্য হন একটি দেশের প্রকৃত জনশক্তিরূপে। স্মরণ করা যেতে পারে, আধুনিক বিশ্বে সাতটি প্রধান সম্পদের অন্যতম হচ্ছে জনশক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চীন তাদের ১৩০ কোটি মানুষকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে বিশ্বে আজ অর্থনৈতিক মহাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে কড়া নাড়ছে। জনবহুল বাংলাদেশকেও এই উদাহরণ থেকে শি[illegible] হবে। উচ্চশিক্ষা ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার 'গেটওয়ে' বলে পরি[illegible]ম ও এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে লা[illegible] ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে আশৈশব লালিত স্বপ্নকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে ওই চেতনাকে সঞ্চারিত করতে হবে। মেধার প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়ে আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নকলমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা গেলে এবং পড়াশোনায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণমন ঢেলে দিলে ভাল ফলাফল যে সম্ভব, এবার এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষা তা আবার প্রমাণ করেছে। পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ভাল ফলাফলের জন্য নকলমুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি খারাপ ফলাফলকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাও জরুরী। গতবছর খারাপ ফলাফলকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিয়ে যে ছাঁটাই করা হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। এরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করার ব্যবস্থা নিলে ইতিবাচক ফল দিতে বাধ্য। এমন ভাবনার পাশাপাশি খারাপ ফলাফলের পোস্টমর্টেমও করতে হবে। খারাপ ফলাফলের কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার ত্বরিত ব্যবস্থা করতে হবে। মফঃস্বলের কলেজগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় সেগুলোর পিছিয়ে পড়ার প্রকৃত কারণগুলো নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের দেশে উচ্চতর শিক্ষা যেমন ব্যয়-সাপেক্ষ, উচ্চতর শিক্ষায় প্রতিযোগিতাও তেমনি তীব্রতর। আসন সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে ভাল ফলাফল করার পরও ক্ষুরধার ভর্তি লড়াইয়েও অনেককে হয়তো ছিটকে পড়তে হয়। আবার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি ও পড়াশোনার প্রচুর খরচ যোগাতে না পেরে, অনেক মেধাবী ছাত্রের হতাশায় ভোগাটাও বিচিত্র কিছু নয়। মেধাবী ও উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দরোজা যেন সংকুচিত না হয়, জাতির আগামী দিনের কর্ণধারদের প্রতিভা বিকাশের পথ যেন রুদ্ধ না হয়, তা দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারের। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন হলেও সরকার নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে সমস্যা মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে এটাই কাম্য।